২৬/৩/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্র রাজনীতি

প্রতিবছর এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হলে যারা মেধা তালিকায় স্থান পায় তারা বিভিন্ন মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকারে রাজনীতির প্রশ্নের উত্তরে বলে, রাজনীতিক হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। ছাত্র রাজনীতির প্রশ্নের জবাবে কেউ ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বলে না। তারপরও ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। নাকি বয়সে বর্ষীয়ান নয় বলে এসব কৃতী শিক্ষার্থীদের ভাবনাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না।

তবে এটা ঠিক যে, জাতীয় চরিত্রকে ইতিহাসের জ্ঞানের আলোকে উন্নত করতে হলে যেমন অতীতকে টানতে হয়, তেমনি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কিছু লিখতে গেলে সেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান অর্জন, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬০-এর আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১১ ০ দফার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, '৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রাম ও '৯০-এর স্বৈরশাসন অবসানের গৌরবময় ঐতিহ্যর কথা এসে যায়; কিন্তু যে গৌরবের ওপর ভর করে ছাত্র রাজনীতি অদ্যাবধি চলছে, সে গৌরব কি ছাত্র সমাজ ধরে রাখতে পারছে? ছাত্ররা এখন আর শিক্ষামুখী নয় স্বার্থমুখী, গণমুখী নয় ক্ষমতামুখী। সর্বোপরি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, মূল দলের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ইচ্ছায়। আর সে কারণে ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে চলছে রক্তের হোলিখেলা। ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে সেশনজট নামক অভিশপ্ত বস্তু। যার প্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিরাজ করছে। তার প্রমাণ স্মরণকালের ফল বিপর্যয়। তাই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে যে যুক্তিতর্ক চলছে তার শেষ সিদ্ধান্তে এসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে কেন আর হবে না কেন? এ দুই 'কেনর' মধ্য থেকে আমাদেরকে যেকোন একটিকে বেছে নিতে হবে, আজ এখনই। তা না হলে আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে আরও চরম মূল্য দিতে হবে।

— ম. শওকত আলী
প্রযত্নে- আজাদ স্যার
২১/১, জিগাতলা
হক ম্যানশন (দোতলা)
ঢাকা-১২০৯।